14

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ FEB. 4 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূরণে ছাত্রদের ব্যবহার করবেন না ॥ শিক্ষা সপ্তাহ পুরস্কার বিতরণীতে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কোন মহলের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূরণের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করা উচিত নয়–যা তাঁর দল অতীতে কখনও করেনি এবং ভবিষ্যতেও কখনও করবে না। খবর ইউএনবি'র। প্রধানমন্ত্রী বুধবার রাজধানীতে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯৮-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেন, আমরা কঠোর হস্তে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস মোকাবিলা এবং শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করেছি। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে একটি কমিটি যথার্থ শিক্ষা নীতির সুপারিশ করেছে। তিনি বলেন, শিক্ষা নীতির মতো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সুপারিশমালা সংসদে পেশ করা হবে যা জনপ্রতিনিধিদের মতৈক্যের মাধ্যমে গৃহীত হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতির পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতি একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করতে সমর্থ হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা সকলের কর্তব্য। তিনি এ ব্যাপারে জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন। দেশের জন্য শিক্ষিত, সৎ ও দক্ষ জনশক্তির গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁর সরকার প্রতিটি গ্রামে কমপক্ষে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ ছাড়াও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৃহত্তর ১২ জেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাক্ষরতার হার ৪৭ থেকে ৫৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে বিশেষ সাক্ষরতা কর্মসূচীর অধীনে ৯০ শতাংশ স্কুলগামী ছেলেমেয়েকে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, ২০০০ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করার তাঁর সরকারের কর্মসূচী রয়েছে। তিনি বলেন, অনুরূপ কর্মসূচী বহাল থাকলে ২০০৫ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা সম্ভব হবে।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক ও শিক্ষা সচিব কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৮ সালে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, বয়স্কাউট ও গার্লগাইডদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।